উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১০
সংখ্যা ২
এপ্রিল - জুন ২০১১

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১০-১১ সম্পন্ন

নতুন নির্বাহী কমিটি গঠিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১০-১১) সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে ২৫ জুন ২০১১ তারিখ শনিবার নগরীর একটি রেষ্টুরেন্টে সম্পন্ন হয়। পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। তাঁর বক্তব্যে চলতি অর্থ বছরে (জুলাই ২০১০-জুন ২০১১) ঘাসফুল পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ তথা অর্জন, সাফল্য, প্রতিবন্ধকতাসমূহ উপস্থাপন এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ও সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। কর্মএলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ঘাসফুলের কার্যক্রম আরো ব্যাপক এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা সাধারণ পরিষদ সদস্যদের বক্তব্যে উঠে আসে। কার্যবিবরণী অনুসারে চলতি অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী তথা লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়, স্থিতি, মূলধন, স্থায়ী সম্পত্তি, দেনা, পরিশোধসহ আরো বিভিন্ন তথ্যাবলী সভায় উপস্থাপন করেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির (২০০৯-২০১১) কোষাধ্যক্ষ হাফিজুল সলাম নাসির। সভায় সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দ আগামী অর্থ বছরের জন্য বাজেট অনুমোদন এবং সরকারী ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ অনুমোদন করেন।

(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)

ঘাসফুলের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শনে পেন্সিলভেনিয়া স্টেইট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা

বিশ্বের সেরা ১০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পেন্সিলভেনিয়া স্টেইট ইউনিভার্সিটির একদল তরুণ শিক্ষার্থী গত ১৮-২২ মে ২০১১ তারিখে ঘাসফুল পরিচালিত সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রকল্প এলাকা ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত

(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)

বিপদ সংকেত! শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, আসুন শিশু শ্রম নিরসন করি

বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস ২০১১ পালিত

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এর তথ্যানুযায়ী সারা পৃথিবীতে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশু শ্রমে নিয়োজিত। এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ নিয়োজিত রয়েছে বিপজ্জনক পেশায় এবং অধিকাংশ শিশুর বসবাস বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। দেশ থেকে শিশু শ্রমের ভয়াবহতা নিরসন করার জন্য সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গত ২৩ জুন চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী, জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম ও বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে র‍্যালী, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী কর্মসূচী পালিত হয়। দিনের কর্মসূচীর শুরুতেই চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ও কর্মজীবি শিশু, কিশোর-কিশোরীরা শিশু শ্রম নিরসনের দাবী সম্বলিত পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন হাতে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে র‍্যালীর উদ্বোধন করেন। র‍্যালী শেষে ২৫০ জন কর্মজীবি শিশু সৃজনশীল প্রতিযোগিতা পর্বের আওতায় যেমন খুশি তেমন সাজো, কুইজ ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই পর্বের উদ্বোধন করেন ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামছুন্নাহার রহমান পরাণ। মধ্যাহ্ন ভোজের পর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে শিশুদের জন্য পরিবেশিত হয় শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'দিপু নম্বর টু'। বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সেমিনার এর মধ্যে দিয়ে বৈকালিক কর্মসূচী শুরু হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় প্যানেল মেয়র জোবায়রা নার্গিস খান সেমিনারে প্রধান অতিথি, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ এর সিটি এডিটর জনাব এম নাসিরুল হক সঞ্চালক ও একে খান ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় সমন্বয়কারী জনাব আবুল বাশার ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন। এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দের পাশাপাশি ব্যবসায়ী,

(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)

ঘাসফুলের নতুন নির্বাহী কমিটি গঠিত

১ম পাতার পর - সভায় উপস্থিত সাধারণ পরিষদ সদস্যদের সকলের মতামতের ভিত্তিতে আগামী ২ বছরের (জুলাই ২০১১-জুন ২০১৩) জন্য নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করে ঘাসফুল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নবগঠিত নির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রফেসর গোলাম রহমান, সহ সভাপতি ড. মনজুর - উল - আমিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহানা মোজাম্মেল, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা, সদস্য ডঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ ও জাহানারা বেগম। পাশাপাশি আফতাবুর রহমান জাফরীকে ঘাসফুল সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সি ই ও) হিসেবে নিয়োগ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সাচিবিক দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার আলোচ্যসূচীর মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে ছিল মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার গঠনতন্ত্র ও ম্যানুয়েল সমূহের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সংশোধন এবং অনুমোদন।

১ম পাতার পর

বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস ২০১১ পালিত

শিশু - পেশাজীবি, শিক্ষক, কিশোর - কিশোরীসহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সংবাদিক ইউনিয়ন এর সাধারণ সম্পাদক জনাব নাজিমুদ্দীন শ্যামল। কিশোরদের পাশপাশি চট্টগ্রামের কবিগানের জনপ্রিয় শিল্পী কবিয়াল ইউসুফের নান্দনিক পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। ঘাসফুল সিইও এবং বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রাম এর আহবায়ক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ ও সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এম.এ.এইচ হুমায়ুন কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউসেপ বাংলাদেশ চট্টগ্রামের বিভাগীয় সমন্বয়কারী নুরজাহান শামীম। এডিএফ বাংলাদেশ, কোডেক, ডিয়াকুনিয়া, ঘাসফুল পরিচালিত নেস্ট প্রকল্প ও ইপসার আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত দিনব্যাপী কর্মসূচীতে অপরাজেয় বাংলাদেশ, আইডিএফ, ইলমা, ইপসা, ইউসেপ বাংলাদেশ, উৎস, এওয়াক, ওয়াইএমসিএ, ওয়াচ, কারিতাস বাংলাদেশ, ঘাসফুল, ঝাউতলা উন্নয়ন ঠিকানা, দৃষ্টি ,নওজোয়ান, পার্ক, বিবিএফ, মমতা, বর্ণালী, প্রত্যাশী, বরণী, বিশাপ, বিটা, যুগান্তর, স্বপ্নীল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, সিডিসি,সংশপ্তক, লেপরোসি মিশন ও প্রশিকা সহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং শিশু শ্রম নিরসনে স্ব-স্ব অবস্থান হতে ভূমিকা রাখার প্রত্যয় নিয়ে দিনের কর্মসূচী শেষ হয়।

পেন্সিলভেনিয়া স্টেইট ইউনিভার্সিটির শিক্ষা সফর

১ম পাতার পর - এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষস্থানীয় গবেষণাধর্মী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির শুধু মাত্র পার্ক ক্যাম্পাসেই প্রতিবছর ৪৪ হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হয়। শিক্ষার্থীদের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এখানে ৪০ টি স্বতন্ত্র ক্লাব পরিচালিত হয়। ক্লাব সমূহের অন্যতম ১ টি হচ্ছে পেন মাইক্রোফিন্যান্স ক্লাব। আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত এই ক্লাবটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ মাইক্রোফিন্যান্স ক্লাব। মাইক্রোফিন্যান্স এর কার্যকারীতা আরো যুগোপযোগী করে তোলার গবেষণা কার্যক্রম কোর্সের অংশ হিসেবে মিফতা চৌধুরী, এ্যামি উই (টিম লিডার), অনকুর আহুজা, কেবিন কীম প্রমুখ গত ১৭ মে চট্টগ্রাম আসেন। ১৮ মে দিনের শুরুতেই ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিনিধি দলকে ঘাসফুল প্রধান কার্য্যালয়ে স্বাগত জানান এবং ঘাসফুল সি ই ও আফতাবুর রহমান জাফরী তাঁদেরকে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করার জন্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। দিনের কর্মসূচীর মধ্যে আরো ছিল ঘাসফুল পরিচালিত নগর ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণের সমিতি পরিদর্শন, হরিজন সম্প্রদায়ের ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আবহমান বাংলার বিবাহ অনুষ্ঠান পরিদর্শন। ১৯ মে তারিখে ঘাসফুল কর্মএলাকা হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র আয়োজিত সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান (বিস্তারিত ৮ এর পাতায়) সহ ঘাসফুল পরিচালিত কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ও গ্রামীণ উদ্যোক্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২০ মে তারিখে শিক্ষার্থীবৃন্দ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, এডোলোসেন্ট সেন্টার, ঘাসফুল ক্লিনিক ও পোশাক কারখানায় স্বাস্থ্য সেবা পরিদর্শন এবং ঘাস উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। বিদায়কালে অতিথিদের ঘাসফুলের পক্ষ হতে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

৮ম পাতার পর

সনদপত্র বিতরণ

অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের শিক্ষা প্রোগ্রামের কর্মকর্তা হেরিদ সাংমা, যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভেনিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির ওয়ার্থন মাইক্রোফিন্যান্স ক্লাবের সদস্য এ্যামি উই (টিম লিডার), অনকুর আহুজা, কেবিন কীম, প্রমুখ। সভায় বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন কোর্স সম্পন্নকারী এই সব শিক্ষার্থীরা অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি আরো দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইসিটি খাতে সমাজ ও জাতির জন্য সুনাম বয়ে আনতে সক্ষম হবে। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল প্রধান কার্য্যালয়সহ , পল্লীতথ্য কেন্দ্র ও সরকারহাট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

বৃক্ষ নেই, প্রাণের অস্তিত্ব নেই, বৃক্ষহীন পৃথিবী যেন প্রাণহীন মহাশ্মশান

"দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, লও এ নগর"- কবির এই আর্তি আজ অরণ্য রোদনে পরিণত হয়েছে। কেননা অরণ্য দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষের কুঠারের আঘাতে। আর এটা হচ্ছে মানুষের আত্মঘাতী কর্ম। ফলস্বরূপ শুরু হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়। খরা, বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিক্ষয়, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেশে বনভূমি ও কৃষি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়তই কমে আসছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, অন্যায্য ভাবে বৃক্ষ নিধন করে ইট পোঁড়ানো ও পাহাড় কাটার মত বিষয়গুলি এখন নির্মম বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের এই ছোট ভূখন্ডটিকে রক্ষার জন্য বৃক্ষ তথা বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার সময় আজ সত্যিই উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশ বন বিভাগের ওয়েব সাইটের তথ্য অনুসারে দেশের মোট ভূখন্ডের ৬৫ ভাগ কৃষি জমি, ১৭ ভাগ বনভূমি, শহর এলাকার পরিমাণ ৮ ভাগ এবং বাকী ১০ ভাগ জলাভূমি। কিন্তু একটি সুআবাস যোগ্য ভূখন্ডের জন্য মোট ভূখন্ডের ২০ ভাগ বনভূমি থাকা অত্যাবশ্যকীয়। শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও বনজ সম্পদকে টিকিয়ে রাখা ও এর সম্প্রসারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বন, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর ভিশন নিয়ে বাংলাদেশ বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের প্রতক্ষ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনভূমির সম্প্রসারণ, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ বনবিভাগ কর্তৃক গৃহীত বনায়ন কর্মসূচী সমূহের মধ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীকে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে সফল বলে অনুমান করা হয়। ১৯৮১ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে ১৯৭২ সালের বন অধ্যাদেশের সংশোধনীর মাধ্যমে বন বিভাগ জনগনের সাথে অংশগ্রহন মূলক পদ্ধতিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী শুরু করে। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে নিজেদের সম্পৃক্তা বৃদ্ধি করে চলছে। তথাপিও দেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী এখনো এর আওতার বাইরে। ফলে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পুরো দেশকে সবুজ করে তোলার যে তাগিদ আমাদের রয়েছে তা থেকে জাতি আজো অনেক দূরে। বিশেষ করে গাছের চারা সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত নার্সারী অথবা অন্য কোন উৎস এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে চারার সুলভ প্রাপ্তি এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। বৃক্ষ রোপন, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যাও দেশে এখনো নেহায়েত কম। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চারা সরবরাহ ও দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা বিষয়ে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় আনা গেলে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে থাকা এই ছোট ব-দ্বীপ টিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সকলকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুধাবন করতে হবে যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যে ভাবে এই দেশটিকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে তার চেয়ে উন্নত না হোক অন্তত সেভাবে যেন আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা দেশটিকে রেখে যেতে পারি। একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যতটুকু বনভূমি প্রয়োজন তার নিশ্চয়তা বিধান করা আমাদের কাছে পরবর্তী প্রজন্মের দাবী। আমরা যেন সকলে হাতে হাত ধরে বলতে পারি এই আমার সবুজ মাতৃভূমি আমি তোমায় ভালোবাসি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা ঃ প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

১০-১৯ বছর পর্যন্ত আনন্দোচ্ছল্ বয়স হচ্ছে কৈশোর কাল। বিশ্বের সব কিশোর-কিশোরীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন (ICPD) বিষয়ে কায়রোতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বীকার করা হয় যে, ভবিষ্যত পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল কিশোর -কিশোরীরা এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে কর্মকৌশল বাস্তবায়ন জরুরী। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২৪% হল কিশোর-কিশোরী। এসব কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান - ভবিষ্যত সুন্দর ও নিরাপদ করা দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সবসময় আগামী দিনের নেতৃত্বে আশা করা হলেও কৈশোরে তাদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও নেতৃত্ব বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীরা অধিকারহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা ও বিপন্নতায় আবর্তিত। শৈশব পরবর্তী পর্যায়ে যখন তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এদেশে তখনও তাদেরকে ঘিরে রাখে নৈরাজ্যের এক ব্যাপক বলয়। এই বলয় - প্রাচীর ভেদ করে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রকৃত আলোক রশ্মি খুব কমই তাদের কাছে পৌছায়। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "যৌন হয়রানি" নারী, কিশোরী ও কন্যা শিশুর অধিকারের চরমতম লঙ্ঘন। নির্যাতন শুরু হয় শৈশব কিংবা কৈশোরে পরিবারে, সমাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যা তাদের জীবনকে গতিহীন ও ঝুঁকিবহুল করে তুলে। এক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে না তা নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়। অসংখ্য কন্যা শিশু শিক্ষার প্রতি তাদের সহজাত স্পৃহাটি হারিয়ে ফেলে শুধু মাত্র তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার ফলে। এর কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও মর্যাদা এখনো নাজুক। ২০০৭ সালে 'কিশোরী শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি গবেষণা করেন শুচি করিম। এই গবেষণায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পরিবারের মনোভাব, স্কুলের পথে সমস্যাসমূহ এবং স্কুলের পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে আব্দুল্লাহ্ জাফর এবং নাজনীন আখতার ' বিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি : প্রয়োজন নীতিমালা' শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে মুখ্য বিষয় হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "যৌন নির্যাতন"। এই ধরনের অসুস্থ সংস্কৃতি ও সমাজের মৌন ভূমিকা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করে। দেশের সব নির্যাতনের খবর সংবাদপত্রে আসে না। এরপরও যেগুলো সবার দৃষ্টি গোচর হয় তখন এর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার কর্মীদের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ আসে, সাথে সুপ্ত আন্দোলনও দানা বাঁধতে থাকে। সচেতন নাগরিকমাত্র দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের হয়রানির ঘটনায় চিন্তিত। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির ঘটনা জাতির বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। সবার প্রশ্ন হলো - যদি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠেই এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় তবে অন্যান্য স্তরের সার্বিক অবস্থা কি? শুধু মাত্র যদি প্রতিদিনের সংবাদপত্রের দিকে নজর বুলানো যায় তাহলে এর উত্তর সহজে অনুমেয়। এক গবেষনায় দেখা যায়, ৪১% ছাত্রী স্কুলকে নিরাপদ মনে করেনা । ৬৩.৬ % বলেছে যে, শিক্ষকরা তাদের প্রতি অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যবহার করেন। প্রশ্ন জাগে, আমরা কোন সমাজে বাস করছি? কেন আমাদের মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারবে না? কেন রাষ্ট্র শিক্ষাঙ্গণ নিরাপদ করতে পারছে না? যদি সবসময় আতংকের মধ্যে থাকতে হয় তবে কিভাবে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে? বর্তমানে এ বিষয়টি রোধে শিক্ষিত জনসমাজে সচেতনতা তৈরী হচ্ছে। তবে তা রোধে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগও নেয়া হয়না। *বাকী অংশ ৬ এর পাতায়।*

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন - ২০১১ পালিত

রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ও সুস্থ-সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে গত মে মাসে সারাদেশ ব্যাপী পালিত হয়ে গেল জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন - ২০১১। ৫ লক্ষ শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও ৩ লাখ ৭৫ হাজার শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর লক্ষ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) উদ্যোগে এই দিবসটি পালন করা হয়। চসিক এর সহযোগিতায় ও ঘাসফুলের উদ্যোগে ২৯ মে ২০১১ তারিখে সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকেল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত ৬ টি কেন্দ্রে শিশুদের মাঝে ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ১ - ৩ বছর বয়সী ২ হাজার ৮ শত ৭৫ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও ২-৫ বছর বয়সী ২ হাজার ৩ শত ১৫ জন শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডা: সেলিম কাসেম চৌধুরী সংস্থার মাদারবাড়ীস্থ স্থায়ী ক্লিনিকে আগত শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে ঘাসফুল পালিত কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

গ্লোবাল ফান্ডের আওতায় এইডস প্রতিরোধে ঘাসফুলের কার্যক্রম

পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে এইডস বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্লোবাল ফান্ডের আওতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৩ মাসে (এপ্রিল - জুন ২০১১) বন্দর নগরী চট্টগ্রামে আনোয়ারা এপ্যারেলস, স্পোর্টস ওয়্যার, এমটিএস গার্মেন্টস, আরব-জাজির গার্মেন্টস, ডে এ্যাপারেলস, ক্লাসিক এবং ফারমিন এ্যাপারেলস সহ মোট ৬ টি পোশাক কারখানায় এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২৮ টি ব্যাচের মাধ্যমে ১০৬ জন পুরুষ ও ৪৬৫ জন মহিলা সহ মোট ৫৬১ জন পোশাক কারখানার শ্রমিককে এইডস প্রতিরোধে জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চসিক এর ৬ টি ওয়ার্ডে ১৪২ টি ভিডিও শো পরিচালনার মধ্যে দিয়ে ৪ হাজার ২ শত ৮১ জনকে এইডস সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। উক্ত কার্যক্রমে ৪ শত ৩৬ জন পুরুষ ও ৩ হাজার ৮ শত ৪৫ জন মহিলা উপস্থিত ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন জিএফটিএম ৯১২ " প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুল উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মাইম প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র জীবন বীমা পরিশোধ

ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের আওতায় ২ জন পলিসি গ্রহীতার জীবন বীমা পরিশোধ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ডবলমুরিং থানার আবিদার পাড়ার পলিসি গ্রহীতা বিবি খাদিজা গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ৩ শত টাকা প্রিমিয়াম জমা দিয়ে জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করে। এবং গত ২৬ মার্চ ২০১১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রিয়াদের হাতে নমিনি হিসেবে বীমার পুরো অর্থ ৫ হাজার ৩ শত ৮০ টাকা তুলে দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় সর্বপ্রথম জীবন বীমা হস্তান্তর কালে ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন সিডিএফ (ক্রেডিট এন্ড ডেভেলোপমেন্ট ফোরাম) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব নুরুল ইসলাম। পাশাপাশি গত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে হালিশহর হাউজিং এস্টেট এলাকায় বসবাসরত জামিলা বেগম ৬ শত টাকা জমা দিয়ে পলিসি গ্রহণ করে। এবং গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে তাঁর মৃত্যুর কারণে ছিলে হিসেবে নমিনী মোঃ মনির হোসেনের হাতে বীমার পুরো অর্থ ১০ হাজার ৮ শত ৪০ টাকা তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে গত ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৫ শত ১৭ জন ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের আওতায় জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করে এবং প্রিমিয়াম হিসেবে আদায় করা হয় ২৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা।

এন্টিবায়েটিকের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করুন, জীবন বাঁচান

"এন্টিবায়েটিকের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করুন, জীবন বাঁচান" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ৭ এপ্রিল পালিত হয়ে গেল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস - ২০১১। দেশের বানিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে " জীবানুনাশকের অকার্যকারীতা ও এর বিশ্বব্যাপী বিস্তার শীর্ষক আলোচনা সভা র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী, নার্স ও ধাত্রীবৃন্দ উক্ত র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (এপ্রিল - জুন ২০১১) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ -

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৮৭২ জন রোগীকে ২৪ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৪৩ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৬৩৪ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ১৯৮ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৯৬ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৭০৭ জন। এদের মধ্যে ৩৮৩ জন ইনজেকশন, কনডম ৭৭৮ জন, পিল ১৪৯৫ জন, সিটি টিকা ২৮ জন এবং লাইগেশন ও নরপ্লান্ট (রেফারেল) ২৩ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৭৭ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯৫ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৮২ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩০ টি গার্মেন্টস এর মোট ৬০১২ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১২৪০ এবং মহিলা ৪৭৭২ জন।

জসিমের ভূবন

৬ষ্ঠ পাতার পর- ক্ষুদ্রঋণের সদস্য হিসেবে পথচলা শুরু করে অত্যন্ত পরিশ্রমী এই যুবক বর্তমানে ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোগী প্রকল্পের একজন উপকারভোগী । ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমেই যে জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব তার বাস্তব উদাহরণ মোঃ জসিম । পেশাগত অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি আজ তার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রারও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। পৈত্রিক বাড়ি এক তলা থেকে দুই তলায় রূপান্তর করেছেন; যার থেকে মাসিক ১২ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ আয় হচ্ছে। শিক্ষাই যে জীবনের একমাত্র দীপশিখা , তা বুঝতে পেরেছেন । একমাত্র ছেলে অক্সফোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবার ছোট রেখেছেন । শুধু তাই নয়, সচেতন ও মানবিকবোধ থেকেই তিনি তার পরিচিতজনদের পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন। এক সময় আর্থিক দৈন্যতার প্রেক্ষিতে যে মানুষটি ছিল সবার চোখে অবহেলিত আর উপেক্ষিত, সেই মোঃ জসিম আজ পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সাদরে সমাদৃত। প্রতিষ্ঠিত এই আত্মবিশ্বাসী যুবক আজ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথেও নিজেকে সম্পৃক্ত করে চলেছেন। "পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি"- এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত মোঃ জসিম ক্ষুদ্রঋণের যথাযথ ব্যবহার , কঠোর শ্রম এবং একাগ্রতার মেলবন্ধনে সমাজে আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরীতে মোঃ জসিম ভাগ্যাহতদের জন্য যেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

তথ্য সংগ্রহ ও অনুলিখন : জান্নাতুল মাওয়া, ইর্ন্টানী, ঘাসফুল রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন্স

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান '১১ সম্পন্ন

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা গত ২এপ্রিল স্কুলের মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। কোরান তেলওয়াত এবং উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হলে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান। স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হুমায়রা কবির চৌধুরী তাঁর স্বাগত বক্তব্যর মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া শৈলীর ভূয়সী প্রসংসা করেন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন চসিক ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু । এই সময় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সাধারণ পরিষদ সদস্য সমিহা সলিম, জাহানারা বেগম (জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১১)। অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধির প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভার প্রধান অতিথি নিজ নির্বাচনী এলাকায় এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামছুন্নাহার রহমান পরাণকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি স্কুলের সম্মুখের নালা ও রাস্তা পূর্ণসংস্কারের জন্য দ্রুত উদ্যোগ নিবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বৈদ্যুতিক পাখা উপহারের ঘোষণা দেন। একই সময়ে লায়ন ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর পক্ষ হতে ০১ টি কম্পিউটার উপহার হিসেবে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রম সংবাদ

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ২ শিক্ষার্থীর বৃত্তিলাভ

'' চট্টগ্রাম কিন্ডারগার্টেন এন্ড স্কুল এসোসিয়েশন' আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা ২০১০ এর ফলাফলে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থী মোঃ তানভীর হাসান ও বৃষ্টি মহাজন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও ও সনদপত্র প্রদান উপলক্ষ্যে গত ১১ এপ্রিল চট্টগ্রাম মুসলিম হল মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম কিন্ডারগার্টেন এন্ড স্কুল এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান মিসেস পূরবী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব এ বি এম আবুল কাসেম এম পি।

ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের ইস্যুভিত্তিক ও মাসিক সভা সম্পন্ন

কর্মএলাকার কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাসফুল পরিচালিত এডোলোসেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে গত ৩ মাসে (এপ্রিল-জুন ২০১১) ৬ টি ইস্যুভিত্তিক সভা ও ৩ টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের কদমতলীস্থ গণকল্যাণ ক্লাবে অনুষ্ঠিত ইস্যুভিত্তিক সভা সমূহে উপস্থিত কিশোর-কিশোরীরা জন্ম নিবন্ধন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা সমূহ, তালাক, জীবন দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করে। পাশাপাশি মাসিক সভা সমূহেও বিভিন্ন রোগের টিকা, আয় বৃদ্ধি মূলক কাজ, পরিবেশ দুর্যোগ, এইডস ও এর প্রতিকারে উপায় এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের বিষয়গুলি উপস্থিত কিশোর কিশোরী ও তাদের অভিভাবকদের আলোচনায় স্থান পায়।

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম

চসিক ৩০ নং ওয়ার্ডের সেবক কলোনীর হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। উক্ত কেন্দ্র থেকে হরিজন সম্প্রদায়ের ৭৭ জন শিশুর জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করে স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। পাশপাশি এই সব শিশুরা যাতে নিয়মিত স্কুলে যায় সেই জন্য স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে শিশুদের স্কুল গমনের উপর ফলোআপ করা হয়েছে।

ঘাসফুলের সহযোগিতায় আলোকিত জসিমের ভুবন

অনুপ্রেরণার আরেকটি নতুন নাম ডবলমুরিং থানার মোঃ জসিম। পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে অত্যন্ত অবহেলিত এই মানুষটি আজ স্ব-নির্ভর। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা "ঘাসফুলের" সহযোগিতায় মোঃ জসিম নিরলস পরিশ্রমের সিঁড়ি পেরিয়ে আজ তার লক্ষ্যে পৌঁছেছেন । এখন শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে চলা। আর এই ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে "ঘাসফুল" তার সব সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গী। ২০০৪ সালের কথা। পরিবার- পরিজন নিয়ে মোঃ জসিম যখন চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার দেখছিলেন, তখনই তার জীবনে আলোর দিশারী হয়ে আসে "ঘাসফুল"। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাড়নায় মোঃ জসিম পিকেএসএফ এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা "ঘাসফুল" সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সদস্য হয়ে ১ম দফায় ৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং দুইটি মেশিন ক্রয় করে বাড়ীর পাশে টিনের কৌটা উৎপাদন শুরু করেন। তার তৈরীকৃত কৌটার মান উৎকৃষ্ট হওয়ায় এর চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে ১০, ১২, ১৫ ও ২০ হাজার এবং সর্বশেষ এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করে মেশিনের সংখ্যা বাড়াতে থাকে । কঠোর পরিশ্রম করার ফলস্বরূপ আজ তিনি সাফল্যের সুবাতাসের ছোঁয়া পেয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই একটি দুর্ঘটনা তার জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। ২০১০ সালের ১৩ ডিসেম্বর আগুন লেগে ফ্যাক্টরী ভস্মীভূত হয়। এতে করে তিনি বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন । কিন্তু হার মানার মানুষ নন মোঃ জসিম । পুনরায় ঋণ নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার ফ্যাক্টরীর কাজ শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে ক্ষতি কাটিয়ে উঠেন । বর্তমানে মোঃ জসিম "তাইবা মেটাল ফ্যাক্টরীর " একজন স্বাধীন ও গর্বিত মালিক। ফ্যাক্টরীতে বর্তমানে ছোট - বড় মিলিয়ে মোট ১০টি মেশিন আছে, যার আর্থিক মূল্যমান প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ঘাসফুলের সদস্য মোঃ জসিম পশ্চিম মাদারবাড়ীর ১ নং গলিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে একটি ঘর ভাড়া নেন, যার মাসিক ভাড়া ৫ হাজার টাকা। জসিমের স্বপ্নের তাইবা মেটাল ফ্যাক্টরীতে মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতনে ১০ জন কর্মচারী কাজ করেন। ফ্যাক্টরীর বর্তমান মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। যাবতীয় খরচ বাদে প্রতিমাসে ২০ হাজার টাকা লাভ হয়। প্রথমে সীমিত পরিসরে যাত্রা শুরু করলেও আজ তাইবা মেটাল ফ্যাক্টরীর উৎপাদনকৃত কৌটা চট্টগ্রামের গন্ডি পেরিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ঝালকাঠি, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় বর্তমানে মোঃ জসিমের টিনের কৌটা সরবরাহ করা হচ্ছে। জসিমের তৈরীকৃত কৌটা থাইফুড, এরিফুড, ফ্রান্স ফুড, মিল্কি, টাটকা প্রভৃতি কোম্পানীতেও সরবরাহ করা হচ্ছে ।

বাকী অংশ ৫ এর পাতায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা

৩য় পাতার পর- এই ধরনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিরূপ ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় ভবিষ্যতে আরো দুর্ঘটনা ঘটার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যাচ্ছে। আর তার জন্য মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এবং ব্যাহত হচ্ছে তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ । নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে বাড়তে তা অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ও আত্মহত্যা পর্যন্ত গড়ায়। দুঃখের বিষয় হলো এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন আইন/নীতিমালা নেই, শুধুমাত্র ১৪ মে ২০০৯ তারিখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে হাইকোর্টের দেয়া একটি নির্দেশনা ব্যতীত। কিন্তু বিশ্লেষণে জানা যায়, এই নির্দেশনা ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে সব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধারণাই নেই। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই নির্যাতন বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি পিতামাতা ও অভিভাবকদেরও দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়া। বর্তমানে যৌন হয়রানী বন্ধের জন্য সরকারসহ পুলিশ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানমুখী সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করছে। যদিও নির্যাতনের বিচারে প্রশাসনের সদিচ্ছা বরাবরই অদৃশ্য ইঙ্গিতে হারিয়ে যায়। তবে অত্যন্ত আশার কথা সরকারীভাবে ১৩ জুন মেয়েদের "উদ্যক্ত রোধ দিবস" ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে যৌন হয়রানি বন্ধে প্রয়োজন নীতিমালা এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন। আর তা হতে হবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনায় ৬টি বালক বিদ্যালয়, ২৩টি বালিকা বিদ্যালয়, ১০টি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল , ৯টি কলেজ এবং ১টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এছাড়াও রয়েছে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, রাত্রিকালীন স্কুল, বয়স্ক স্কুল, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৪১০ টি সংস্কৃত ও ১৩টি কালচারাল ইনস্টিটিউট । এই কারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অভিভাবক ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সম্ভাব্য মেয়র ও সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের বরাবরে আমাদের দাবী- চট্টগ্রামের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা তৈরী। 'যৌন হয়রানি'-এর সার্বজনীন ও স্পষ্ট একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হোক। আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যদি কোন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্ট কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে যৌন বা অন্য যেকোন উপায়ে হয়রানি করে তবে তার ঐ পেশায় থাকার কোন অধিকার নেই এবং তা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে। নীতিমালায় 'যৌন হয়রানি'-এর পরিসর হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত এলাকা/কমিউনিটিকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নীতিমালায় 'যৌন হয়রানি' বন্ধের ক্ষেত্রে সরকার, আইন প্রয়োগকারীসংস্থা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দায়িত্ব অবহেলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান থাকতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে বিশেষ করে মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ইত্যাদির পাঠ্যক্রমে শিক্ষাঙ্গনে 'যৌন হয়রানি বন্ধ বিষয়ে' কোর্স অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য 'যৌন হয়রানি' বন্ধের নীতি মালা প্রণয়নে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসহ সকলের মতামত প্রতিফলিত হতে হবে । শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি, আইন ও বিধানে যেমন: শিক্ষা নীতি , শিশু নীতিমালা ২০১০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, শিশু আইন ১৯৭৪, ইত্যাদিতে 'যৌন হয়রানির' বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা প্রণয়ন ও এর কঠোর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নীতিমালা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়াকে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি ছাত্র - ছাত্রী, শিক্ষক - শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, নীতি নির্ধারক মহল সকলের মতামতকে সম্পৃক্ত করে যৌন হয়রানি বন্ধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নীতি প্রণয়নে সক্ষম হবো এবং আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভীতিহীন শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

গত ১২ জুন ২০১১ তারিখে চট্টগ্রামের প্রেস ক্লাবে একশন এইডের সহযোগিতায় ও এডিএফ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা ঃ 'প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম' শীর্ষক সেমিনারে উপরোক্ত ধারণাপত্রটি উপস্থাপিত হয়। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক ও এডিএফ বাংলাদেশের নির্বাহী সদস্য আনজুমান বানু লিমা। তথ্যসূত্র ঃ একশন এইড বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত কিশোরী শিক্ষায় লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (প্রেক্ষিত বাংলাদেশ) বিষয়ক গবেষনা, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কলাম ও প্রতিবেদন, এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট।

৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত এক নজরে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

সমিতির সংখ্যা	- ৩১৬৮ টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা	- ৪৫৯৩৯ জন
সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ	- ২০৮৮০৭৪৯৭ টাকা
উপকারভোগীর সংখ্যা	– ৩৪৯০২ জন
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ	- ৩০১২১৫৮৪০০ টাকা
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়	- ২৬৫৮৯৪৬৪৭৬ টাকা
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	-৩৫৩২১১৯২৪ টাকা

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মৃত উপকারভোগীদের বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে মৃত সদস্যের পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঘাসফুল উপকারভোগীদের ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। গত ৩ মাসে (এপ্রিল- জুন ২০১১) সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মোট ১৭ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১নং শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৩ নং শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৪নং শাখার ২ জন , কর্ণেল হাট শাখার ১ জন , কালারপুল শাখার ১ জন, নিয়ামত শাখার ১ জন, পটিয়া সদর শাখার ১ জন, চৌধুরীহাট শাখার ২ জন, নজু মিয়ার হাট শাখার ১ জন , কুমিল্লা পদুয়ার বাজার শাখার ১ জন, আনোয়ারা শাখার ১ জন, চাঁন্দগাও শাখার ১ জন, হাটহাজারী সদর শাখার ১ জন এবং নওগাঁ সদর শাখার ১ জনসহ মোট ১৭ জন উপভোগীর বিপরীতে মৃত্যুকালে তাঁদের ঋণস্থিতির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ১ শত ২৫ টাকা। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণের দেনা মওকুফ করে দেওয়া হয় যা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধযোগ্য। এছাড়াও ঘাসফুলের পক্ষ থেকে শোক বিহ্বল পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয় এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত ঘাসফুল কর্তৃক গৃহীত পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধ ও ঋণ স্থিতি

খাতের নাম	ঋণ গ্রহন (টাকায়)	ঋণ পরিশোধ (টাকায়)	ঋণ স্থিতি (টাকায়)
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	৬,৬৬,০০০০০	৩,৮৭,০০০০০	২,৭৯,০০০০০
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৪,০০০০০০০	৮,৪০,০০০০০	৫,৬০,০০০০০
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	৯,২০,০০০০০	৫,৩৯,০০০০০	৩,৮১,০০০০০
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০,০০০০০	৪০,০০০০০	-
অতি দরিদ্র ঋণ	১০,০০০০০	১০,০০০০০	-
কৃষি ঋণ	১,০৫,০০০০০	৫০,০০০০০	৫৫,০০০০০
ইফরাফ	৪,০০০০০০	-	৪,০০০০০০
সর্ব মোট	৩১,৮১,০০০০০	১৮,৬৬,০০০০০	১৩,১৫,০০০০০

ক্রমহ্রাসমান হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের কর্মপন্থা বিষয়ক কর্মশালা

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এম আর এ) নির্দেশনা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণের সার্ভিস চার্জ ফ্লাট হারের পরিবর্তে ক্রমহ্রাসমান হারে আদায়ের কর্মপন্থা বিষয়ক কর্মশালা গত ১১ জুন ২০১১ তারিখে মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ঘাসফুল শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় ১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্রমহ্রাসমান হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের কমপন্থা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি গত ৯-১০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ঘাসফুল বারৈয়ারহাট শাখায় সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নিজামপুর, বারৈয়ার হাট, মুহুরীগঞ্জ, লেমুয়া ও ফেনী সদর শাখার ১১ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে। ২ দিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স ইনচার্জ) লুৎফল কবির চৌধুরী শিমুল। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সংস্থার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ আয়োজিত মৌলিক কৃষি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ৩-৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বান্দরবন হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ঘাসফুল সরকারহাট ও চৌধুরীহাট শাখার ক্রেডিট অফিসার ডালিম দে এবং মিলটন ওয়াদাদার প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ।

পিকেএসএফ আয়োজিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ গত ১১-১৪ জুন ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ ডিকে ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয় । ঘাসফুল পটিয়া সদর ও হালিশহর ১৫ নং শাখার হিসাবরক্ষক নিধন কুমার দাশ এবং আবু নাছের ৪ দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ।

ল্যাটার‍্যাল এন্ট্রি পদ্ধতিতে ঋণ কর্মসূচী শুরু

কর্মএলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অধিকতর সহজ উপায়ে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে ঘাসফুল পরিচালিত ল্যাটার‍্যাল এন্ট্রি পদ্ধতিতে ঋণ কর্মসূচী গত মে মাস হতে শুরু হয়। গত ২৩ মে ২০১১ তারিখে চট্টগ্রামস্থ ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্সের রেডিমেড গামেন্টস ব্যবসায়ী মোঃ হারুনুর রশিদের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। চেক হস্তান্তরকালে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল উপপরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১০, সংখ্যা ২, এপ্রিল - জুন ২০১১

সামাজিক বনায়ন ও গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রম

গত ২৫ জুন ২০১১ তারিখে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিসিবি) আয়োজিত "সামাজিক বনায়ন ও গাছের চারা বিতরণ" শীর্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। চিটাগং ক্লাব সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মেসবাউল আলম, চট্টগ্রামের প্রধান বনসংরক্ষক জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমেদ, বিএটিসিবি এর কমিউনিকেশন ও পাবলিক রিলেশান চীফ মৌটুসী কবির । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হেড অফ লীফ জহরুল হক সরকার। ডিস্ট্রিক্ট লীফ ম্যানেজার জনাব গিয়াস উদ্দীন পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভা হতে ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির কাছ হতে গাছের চারা গ্রহন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল বিএটিসিবি নার্সারী হতে ৫ হাজার ফলজ, বনজ, ঔষধি জাতের গাছের চারা সংগ্রহ করে। সংগ্রহকৃত চারা সমূহ চট্টগ্রামের হাটহাজারী, পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে ঘাসফুল গত এক যুগ ধরে কর্মএলাকায় সামাজিক বনায়ন সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুলের শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে কম্পিউটার শিক্ষা সনদপত্র বিতরণ

ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে কম্পিউটার শিক্ষা সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান গত ২১ মে হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটস্থ ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভাব-নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট ও ডি.নেট বাংলাদেশ পরিচালিত কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচীর আওতায় ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রে ৩ মাস মেয়াদে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের শিক্ষা প্রোগ্রামের আওতায় ২০ জন এবং স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ মোট ৬০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ কালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ

(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)

জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচী

IDCOL

বায়োগ্যাস প্রকল্প

জৈব জ্বালানী উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের বনজ সম্পদ রক্ষা এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জৈব জ্বালানী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) সহযোগী সংস্থা সমূহের মাধ্যমে সারাদেশ ব্যাপী জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচী (এনডিবিএমপি) পরিচালনা করছে। ২০০৬ সাল হতে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইডকল এবং এর সহযোগী সংস্থা সমূহের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৮ হাজার ৫ শত ১০ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর আলোকে ইডকল ২০১০ সাল হতে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সারাদেশে আরো ২৭ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। এনডিবিএমপি প্রকল্পের এই পর্যায়ের কর্মসূচী পরিচালনার জন্য গত ২০ জুন ২০১১ তারিখে ইডকল এবং উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঘাসফুল সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী এবং এনডিবিএমপি প্রকল্পের সিনিয়র ম্যানেজার নাজমুল হক ফয়সাল স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তির আলোকে ইডকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের মধ্যে কর্মএলাকায় ৬ শত বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। প্রকল্পের কার্যক্রম সফল ভাবে পরিচালনা করা গেলে একদিকে যেমন গরুর গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সম্মত জ্বালানী তৈরী হবে অন্যদিকে ব্যবহার্য গোবর ও বিষ্ঠা পরিণত হবে উন্নতমানের সারে। যা ব্যবহার করে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং নিশ্চিত হবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org